# ইসলাম, ঈমান, কুফর, শিরক, নিফাক

## ভূমিকা

*ইসলাম একটি দ্বীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি মানুষের জন্য মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। কিভাবে একজন মানুষ তার জীবনের প্রতিটি দিক পরিচালনা করবে, ইসলাম তার নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন কেমন হবে ইসলাম তার নীতিমালা বর্ণনা করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত এ জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে সেই হল একজন মুসলিম।*

*আল্লাহর মনোনীত ইসলামের এ নীতিমালা ও মূল বিষয়সমূহকে অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী কর্মে পরিণত করার নাম ঈমান। যার মধ্যে এ ঈমান আছে সেই হল মু'মিন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।*

**এ ইউনিটের পাঠগুলো হল-**

*পাঠ-১ ঃ ইসলাম*
*পাঠ-২ ঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা*
*পাঠ-৩ ঃ ইসলামী শিক্ষার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য*
*পাঠ-৪ ঃ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব*
*পাঠ-৫ ঃ ঈমান*
*পাঠ-৬ ঃ শিরক*
*পাঠ-৭ ঃ কুফর*
*পাঠ-৮ ঃ নিফাক*

# পাঠ ১ ইসলাম اَلْإِسْلَامُ

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- মুসলিম কাকে বলে তার পরিচয় দিতে পারবেন
- ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টি তা বলতে পারবেন
- ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিতে পারবেন
- নিজেকে একজন খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়তে পারবেন।

## ১.১ ইসলামের পরিচয়

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা। 'ইসলাম' শব্দটি سِلْمٌ মূলধাতু থেকে গৃহীত, যার অর্থ শান্তি। ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

'আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান ও জীবনব্যবস্থা'। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯)

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য সকল নবীকেই আল্লাহ এ জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

### ইসলামের সংজ্ঞা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধানকে গ্রহণ করা, সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের আনুগত্য এবং তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম।

যে ব্যক্তি উক্ত কাজগুলো করে তথা ইসলামকে গ্রহণ করে সে-ই মুসলিম। পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই ইসলাম মানে শান্তি বা ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়।

### ১.১.২ ইসলামের মূলভিত্তি

যে ভিত্তিসমূহের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোকে ইসলামের বুনিয়াদ ও মূলভিত্তি বলে। ইসলামের মূলভিত্তি মোট পাঁচটি। যথা-

(১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ এ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ এক। তিনিই আমাদের মাবুদ, একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য তাঁর মনোনীত জীবন বিধান ইসলাম দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে প্রেরণ করেছেন। একমাত্র এ জীবন বিধানই মানুষকে কল্যাণ ও শান্তি দিতে পারে।

(২) দৈনিক পাঁচবার নির্দিষ্ট সময় সালাত (নামায) কায়েম করা।

(৩) সামর্থ্যবান হলে সম্পদের যাকাত প্রদান করা।

(৪) রমযান মাসে সিয়াম (রোযা) পালন করা।

(৫) সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহ তথা কাবা শরীফের হাজ্জ আদায় করা।

### ১.১.৩ ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তাই ভালভাবে জানেন কিভাবে জীবন যাপন করলে মানুষের মধ্যে শান্তি ফিরে আসবে এবং কোন জীবনব্যবস্থা অবলম্বন করলে তাদের জীবনে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজে ন্যায় ও সুবিচার চালু হবে, ইহকালীন সুখ ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা যাবে। এ সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে তিনি ''ইসলাম'' নামক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়ে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন।

ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

- সমাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা।
- মানুষের মাঝে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।
- এ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব সমাজে কল্যাণ স্থাপন করা।
- জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।
- আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি অর্জন করা।

**সারাংশ**

- ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা।
- ইসলামের মূল শব্দ سِلْمٌ যার অর্থ শান্তি।
- ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও নীতিমালা।
- জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ জীবন বিধান বাস্তবায়ন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করার নাম ইসলাম।
- ইসলামের মূলভিত্তি পাঁচটি ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. সম্পদের যাকাত প্রদান করা, ৪. রমযান মাসে সিয়াম পালন করা, ৫. কাবা শরীফের হাজ্জ করা।
- ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার মাধ্যমে ইহকালীন সুখ ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.১

### নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

**১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

ক) ইসলাম শব্দের অর্থ .....  খ) ইসলামের মূলধাতুর অর্থ .....

গ) ইসলামের মূল ভিত্তি .....

ঘ) ..... আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান।

ঙ) যে ব্যক্তি ইসলামকে গ্রহণ করে সেই হল .....

**২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন ঃ**

ক) ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি।  গ) ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

ঘ) সকল নবীকেই আল্লাহ ইসলামী জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

ঙ) কিভাবে জীবন যাপন করলে মানুষের মধ্যে শান্তি ফিরে আসবে তা মানুষ নিজেই ভালভাবে জানে।

**৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ**

ক) ইসলামের পরিচয় ও সংজ্ঞা প্রদান করুন।

খ) ইসলামের মূলভিত্তি কয়টি ও কি কি লিখুন।

গ) ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো লিখুন।

# ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী জীবনব্যবস্থার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- এ জীবনব্যবস্থার মূল উৎস কি কি তা লিখতে পারবেন।
- ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বাণীগুলো বলতে পারবেন।
- ইসলাম ছাড়া অন্য জীবনব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য কিনা তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জীবনের সকল বিভাগে ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে চলতে উৎসাহবোধ করবেন।

## ১.২.১ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইসলাম মানুষের জন্য মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র "দ্বীন" বা জীবনব্যবস্থা। তিনি সকল নবী-রাসূলকেই মানুষের হেদায়াতের জন্যে এ জীবনব্যবস্থা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-কেও মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এ মহান জীবনব্যবস্থা "ইসলাম" দিয়ে পাঠিয়েছেন। "এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান" এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 'দ্বীন', তথা জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করেছি এবং জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্যে পছন্দ বা মনোনীত করেছি।" (সূরা মায়িদাহ ঃ ৩)

এ আয়াতটি ১১ হিজরী সালের ৯ই যিলহাজ্জ মহানবীর বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে।

### আল্লাহই ঘোষণা করেছেন ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকসহ সকল বিভাগ ও দিকের নীতিমালা প্রদান করেছে এবং মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে।

এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, এতে কোন প্রকার ত্রুটি বা অপূর্ণতা নেই। স্বয়ং আল্লাহই ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

- একজন ব্যক্তির জীবন কেমন হবে? পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বমানবতার প্রতি, সর্বোপরি তার নিজের প্রতি তার কি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে? ইসলাম তার নীতিমালা প্রদান করেছে।
- একটি পরিবার কেমন হওয়া উচিত, পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবারের কর্তার করণীয় কি? সন্তানদের প্রতি কার দায়িত্ব কি? ইসলাম এসব কিছুর বর্ণনা দিয়েছে।
- একটি সমাজ কি ধরনের হবে? কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে? সমাজনেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? তাদের প্রতি সমাজের সাধারণ সদস্যদের করণীয় কি? তাদের কতটুকু আনুগত্য করতে হবে? এ সব কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইসলাম দিয়েছে।
- মানুষের অর্থ ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত? কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে? ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অযৌক্তিক বৈষম্য কিভাবে দূর হবে? ইসলাম এসব কিছুর নীতিমালা বর্ণনা করেছে।

- রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন হবে? রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রের কর্ণধার কেমন ব্যক্তি হবে? তার গুণাবলি কেমন হওয়া দরকার? সাধারণ নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি? আবার রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব ও অধিকার কি? রাষ্ট্রে কোন ধরনের বিধান চালু হবে? এসব কিছুর দিক নির্দেশনা ইসলাম দিয়েছে।
- মানুষের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেমন হবে? রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি ধরনের হবে? বিশ্বভ্রাতৃত্ব কী? বিশ্বমানবতার কল্যাণ কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়?

এসব দিক সম্পর্কে ইসলাম ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

## ১.২.২ ইসলামের ব্যাপকতা ও পূর্ণতা

এক কথায় ইসলাম মানুষের সকল দিক ও বিষয়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

মানবজীবনের এসব দিক ও বিভাগের মূল নীতিমালা আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এসব নীতিমালার বিস্তারিত ব্যাখ্যা মহানবী তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। নবুওয়্যতের ২৩ বছরের জীবনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এসব নীতিমালা দেখিয়ে গেছেন। তাহলে বলা যায় ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল উৎস হল−

১. আল-কুরআন

২. আল-হাদীস

আমাদের জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম, এ জীবনব্যবস্থার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এটিকে আমরা গ্রহণ করেছি তাই আমরা মুসলিম। জীবনের সকল বিভাগেই একজন মুসলিমকে এ জীবনব্যবস্থা অবশ্যই মানতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। নিজের সুবিধামত জীবনের কোন বিভাগে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানা হবে আবার কোন বিভাগে মানব রচিত জীবনব্যবস্থা মানা হবে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না। তিনি বলেছেন-

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

"তোমরা পরিপূর্ণভাবেই ইসলামে প্রবেশ কর"। (সূরা বাক্বারা ঃ ২০৮)

তিনি আরও বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনব্যবস্থা অনুকরণ করবে তা (আল্লাহর কাছে) গ্রহণযোগ্য নয়।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫)

| সারাংশ |
|---|
| - ইসলাম সকল মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। |
| - আল্লাহ সকল নবী-রাসূলকে এ জীবনব্যবস্থা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। |
| - ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনসহ সকল বিভাগের সমস্যার সমাধান দিয়েছে। |
| - ইসলামী জীবনব্যবস্থার পূর্ণতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। |
| - ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল উৎস দুটি− কুরআন ও হাদীস। |

# পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.২

## নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

**১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন-

১. মহান আল্লাহ ২. মুহাম্মদ (স.)
৩. আল্লাহ ও মুহাম্মদ (স.) উভয়ই ৪. খোলাফায়ে রাশেদীন

(খ) একজন ব্যক্তির জীবন কেমন হবে? এ নীতিমালা প্রদান করেছে?

১. ইসলাম ২. মানুষের জ্ঞান
৩. রাষ্ট্রপ্রধান ৩. মানুষের গবেষণা

(গ) ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল উৎস হল-

১. আল-কুরআন ২. আল হাদীস
৩. সাহাবীদের গবেষণা ৪. ১ ও ২ নং উত্তর

**২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

(ক) 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা'- আলোচনা করুন।

(খ) রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলাম যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তা লিখুন।

(গ) ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কেমন হবে, এ সম্পর্কে ইসলাম কি দিক নির্দেশনা দিয়েছে আলোচনা করুন।

(ঘ) আমাদের জীবনব্যবস্থার নাম কি? আমাদের পরিচয় কী? এবং আমাদের করণীয় কী? আলোচনা করুন।

**৩। অনুশীলনী (Exercise) :**

* ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল উৎস কী কী? জীবনের সকল বিভাগেই কী এ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? এ সম্পর্কিত আয়াত দুটি মুখস্থ বলুন ও লিখুন।

# পাঠ ৩ ইসলামী শিক্ষার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী শিক্ষার পরিচয় বলতে পারবেন
- ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন
- ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব বলতে পারবেন
- ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন
- ইসলামী শিক্ষা অর্জন করার প্রেরণা লাভ করবেন।

## ১.৩.১ ইসলামী শিক্ষার পরিচয়

মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যার সম্পর্কে ইসলামের কোন দিকনির্দেশনা নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের নিজস্ব মূলনীতি ও বিধান। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ইসলামের সঠিক ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা মানে ইসলাম সম্পর্কিত শিক্ষা। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, তাকে ইসলামী শিক্ষা বলে। এ শিক্ষা লাভ করার ফলে শিক্ষার্থীর মন-মগজ-চরিত্র এমনভাবে গড়ে ওঠে যাতে ইসলামের আদর্শে জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ড পরিচালনার যোগ্যতা অর্জিত হয়। অন্যকথায়- ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করার শিক্ষাই হল ইসলামী শিক্ষা।

## ১.৩.২ ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শিক্ষা মানব রচিত অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হল-

### ১. তাওহীদের শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, প্রভু, পালনকর্তা, আইনদাতা, বিধানদাতা। তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক, মানুষ তাঁর দাস, প্রত্যেককে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। এ শিক্ষা মানুষের মধ্যে একত্ববাদের বীজ বপন করে।

### ২. ওহী ভিত্তিক শিক্ষা

**ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস ওহী**

ইসলামী শিক্ষা মানব রচিত নয়। এ শিক্ষা মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে ওহীর মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ শিক্ষার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। এটি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা।

### ৩. আদর্শ নাগরিক গঠনের শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা মহান আদর্শের ধারক-বাহক। এ শিক্ষা মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত করে। কাজেই এ শিক্ষা দ্বারা মানুষ আদর্শবান ও চরিত্রবান হতে পারে।

### ৪. চরিত্র গঠনকারী শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করে, মানুষকে চরিত্রবান করে তোলে, মানুষকে সকল প্রকার অন্যায়-অসত্য ও কলুষতা থেকে পুতপবিত্র করে। রাসূল (স:) বলেন,

"উত্তম চরিত্রসমূহকে পরিপূর্ণতা দানের জন্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।"

### ৫. একটি সমন্বিত শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা শুধু বৈষয়িক শিক্ষাও নয় আবার কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষাও নয়। বরং এ দুটি শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী শিক্ষা। যে কোন শিক্ষাকে যদি ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পরিবেশিত করা হয় তাহলে তা ইসলামী শিক্ষায় রূপান্তরিত হয়।

### ১.৩.৩. ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

যে কোন লোককে ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হলে ইসলামী শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তাই ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। নিম্নে এর কতিপয় গুরুত্ব উল্লেখ করা হল-

**এ শিক্ষা অর্জন করা ফরয**

ইসলামকে মানতে হলে, ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হলে ইসলামী শিক্ষা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। এটি অর্জন করা ফরজ। রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِم

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।"

**মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা**

ইসলামী শিক্ষার অপরিসীম মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে এ শিক্ষায় পারদর্শী করে গড়ে তোলেন।

হাদীসে এসেছে-

وَمَنْ يُرِدِاللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِىْ الدِيْنِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীন তথা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন।"

**আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত শিক্ষা**

এ শিক্ষার শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ বলেছেন,

عَلَّمَ القُرْانَ

"তিনি কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন" (সূরা আর-রাহমান ঃ ২)।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন-

اِنِّىْ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

"আমাকে শিক্ষক করে প্রেরণ করা হয়েছে"।

### ১.৩.৪. ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী শিক্ষা মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যে অপরিহার্য। নিম্নে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কতিপয় দিক উল্লেখ করা হল-

**আল্লাহর সঠিক আনুগত্যের জন্য**

আল্লাহর সঠিক আনুগত্যের জন্য এবং তার বিধি-বিধানকে পূর্ণভাবে মানার জন্য ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা অপরিহার্য। কারণ ইসলামী শিক্ষা ছাড়া আল্লাহর সঠিক আনুগত্য করা তাঁর বিধান পালন করা সম্ভব না।

**সত্য-মিথ্যার প্রভেদের জন্যে**

ইসলামী শিক্ষা ছাড়া সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। ইসলাম কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা, কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ তার পরিচয় তুলে ধরেছে।

**ইসলামকে জানার জন্য**

ইসলামকে জানার জন্যে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা ফরয। ইসলামী শিক্ষা ছাড়া ইসলামকে জানা অসম্ভব।

**সমন্বিত শিক্ষা**

বৈষয়িক ও জাগতিক কর্মকান্ডকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালনার জন্যে ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য। বৈষয়িক বিষয়সমূহ যদি ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে তা ইসলামী শিক্ষায় রূপ লাভ করে।

**সারাংশ**

- ইসলামকে জানার জন্য যে শিক্ষা তাকেই ইসলামী শিক্ষা বলে।
- ইসলামী শিক্ষার ফলে ইসলামের পরিপূর্ণতা জানা যায়।
- এ শিক্ষা আল্লাহর একত্ববাদ শিক্ষা দেয়। আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিক গড়ে। এ শিক্ষা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত শিক্ষা।
- এ শিক্ষা মানুষের কল্যাণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এ শিক্ষা অর্জন করা ফরয।
  সত্য-মিথ্যা, বৈধ-অবৈধ এবং হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এ শিক্ষা অপরিহার্য।
- আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর ইবাদত ও বিধিবিধানকে মেনে চলার জন্যে এ শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৩

### নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

**১। এক কথায় উত্তর দিন**

(ক) যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে তাকে কোন শিক্ষা বলে?

(খ) কোন শিক্ষা মানুষের মধ্যে একত্ববাদের বীজ বপন করে?

(গ) ইসলামী শিক্ষা কার কাছে জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত করে?

(ঘ) ইসলামকে জানতে হলে, ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হলে কি গ্রহণ করা আবশ্যক?

**২। বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের উপযুক্ত বাক্যাংশ মিলিয়ে লিখুন**

| | |
|---|---|
| (ক) ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস | ওহী |
| (খ) ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা | ফরয |
| (গ) ইসলামকে জানার জন্য | ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা আবশ্যক |
| (ঘ) ইসলামী শিক্ষার শিক্ষক | সমন্বয় সাধনকারী শিক্ষা হল ইসলামী শিক্ষা |
| (ঙ) বৈষয়িক ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে | স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল |

### ৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী শিক্ষার পরিচয় লিখুন।

২. ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৩. ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বসমূহ লিখুন।

৪. ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলো উল্লেখ করুন।

# পাঠ ৪ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- তাওহীদ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- তাওহীদের গুরুত্ব ও সুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- আল্লাহর পরিচয় কি তা বলতে পারবেন।
- আল্লাহর একত্ববাদের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দিতে পারবেন।
- মানব সমাজের বিশৃংখলার কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- জীবনের সকল কর্মকান্ডে এক আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে খাঁটি তাওহীদবাদীতে পরিণত করতে পারবেন।

## ১.৪.১ তাওহীদ এর পরিচয়

তাওহীদ এর শাব্দিক অর্থ-একত্ব স্বীকার করা। পারিভাষিক অর্থে তাওহীদ হল এ কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আইনদাতা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, মালিক ও প্রভু। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে যেমন এক ও অদ্বিতীয় তেমনিভাবে তিনি তাঁর কর্মে, গুণে ও মর্যাদায় এক ও অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করা যে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, তথা আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের অধিকারী একমাত্র তিনিই। আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল কর্মকান্ডে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করতে হবে, তাঁরই আইন ও বিধান মেনে চলতে হবে, অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না বা কাউকে তাঁর অংশীদার হিসেবে মেনে নেয়া যাবে না। এ বিশ্বাসের নামই হল তাওহীদ।

## ১.৪.২ তাওহীদের গুরুত্ব ও সুফল

আমাদেরকে ইসলামের যে সকল মূল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরত্বপূর্ণ হল, তাওহীদ। ইসলাম ও ঈমানের মূল কথা হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন। ইসলামের সকল কর্মকান্ডই তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলে অসংখ্য সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাওহীদে বিশ্বাসী একজন মানুষ অন্য কোন সৃষ্টির কোন মানুষ বা কোন শক্তির সামনে মাথা নত করেনা। তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলে। প্রতিটি কর্মে এক স্রষ্টার প্রতি জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে। এ বিশ্বাস সকল মানুষের মধ্যে বিভেদ ভুলিয়ে দিয়ে ঐক্য সৃষ্টি করে।

## ১.৪.৩ মহান আল্লাহর পরিচয়

মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তায়, গুণে, মর্যাদায়, কর্মে ও ক্ষমতায় এক ও অতুলনীয়। কাউকে তিনি জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই"।

তিনি আরও বলেন–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"তাঁর মতো কোন কিছুই নেই, অর্থাৎ তিনি অতুলনীয়"। (সূরা শু'রা ঃ ১১)

কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

"তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি"। (সূরা ইখলাস ঃ ৩)

তিনি অনাদি, অনন্ত, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তিনি মহাজ্ঞানী। সব কিছু দেখেন ও শুনেন। তাঁর কাছে কোন কিছু গোপন নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। এ বিশ্বজগৎ একমাত্র তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত হয়।

### ১.৪.৪ মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক ও স্রষ্টা

আল্লাহ এ বিশ্বজগতের মালিক ও প্রভু। এ বিশ্বজগতকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

আমরা জানি, কোন বস্তুই এমনি এমনি সৃষ্টি হয় নি, তা কাউকে সৃষ্টি করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আপনি যে ঘরটিতে বাস করেন তা কোন একজন মিস্ত্রি তৈরি করেছেন। যে কাস্তে দিয়ে আপনি জমির আগাছা পরিষ্কার করেন তাও কোন কামার বানিয়েছে। এক কথায় আপনি যে সব বস্তু ব্যবহার করেন এর সবগুলোই কোন না কোন ব্যক্তি তৈরী করেছে। আপনার শোয়ার খাট, পড়ার টেবিল, বসার চেয়ার, পানির কলসি, খাবার প্লেট, বাঁটি অনুরূপভাবে আপনার সকল ব্যবহার্য বস্তু এমনি এমনি হয়ে যায়নি। সবগুলোরই প্রস্তুতকারক রয়েছে।

তাহলে আপনি কি মনে করেন আপনার পায়ের নিচের মাটি, মাথার উপরের বিশাল আকাশ, তারকারাজি, চাঁদ-সুরুজ এমনি হয়ে গিয়েছে? এদের কোন প্রস্তুতকারক বা সৃষ্টিকর্তা নেই? আপনি কখনও এরূপ মনে করতে পারেন না। কারণ এরকম মনে করাটা আপেক্ষিক। আপনি সব সময়ই দেখতে পাচ্ছেন কোন জিনিসই নিজে নিজে হয় না, হতেও পারে না। তাহলে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-নদী, গাছ-গাছালি, সাগর-মহাসাগর কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। এসবের একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। তিনিই সবকিছুর মালিক ও প্রভু। আর তিনিই হলেন মহান আল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

"হে নবী আপনি বলে দিন, আল্লাহ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক ও মহাপরাক্রমশালী।" (সূরা রা'দ ঃ ১৬)

### ১.৪.৫ মহান আল্লাহর একত্বের প্রমাণ

এ বিশ্বজগৎ এক আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তাই কোন বিশৃংখলা নেই।

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযকদাতা। তিনিই আমাদের মালিক ও প্রভু। তিনিই আমাদের বিধানদাতা, আইনদাতা। এ বিশ্বজগৎ পরিচালনায় তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সমকক্ষ ও শরীক নেই। তিনি একাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁর ইচ্ছেমত কাউকে সৃষ্টি করেন আবার কাউকে মৃত্যু দেন। কাউকে ধনী বানান আবার কাউকে দরিদ্র করেন। নিখুঁতভাবে তিনি একাই এ বিশ্বজগৎ পরিচালনা করেন, কারো সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন না। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র তাঁরই নির্দেশে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিচালিত হচ্ছে। কোন রকম বিশৃংখলা দেখা যায় না, এটাই প্রমাণ করে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কারণ যদি একাধিক আল্লাহ হত, তাঁর কোন শরীক থাকত, তাহলে বিশ্বের এ চিরস্থায়ী নিয়ম শৃংখলার অবশ্যই ব্যাঘাত ঘটত। কারণ একজনের নিয়মনীতি ও পরিচালনা অন্যের পছন্দ হত না। একজন কোন কিছু করতে চাইলে অন্যজন বাধা দিত। কিন্তু তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁরই নির্দেশে এ সৃষ্টিজগৎ সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একাধিক আল্লাহ থাকলে এ শৃংখলা কখনও থাকতো না। আর এটাই প্রমাণ করে তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

"যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া একাধিক প্রভু থাকত তাহলে অবশ্যই তা ধ্বংস হয়ে যেত।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ২২)

### ১.৪.৬ মানব সমাজে বিশৃংখলা কেন?

*আমাদের সকল কর্মকান্ডে এক আল্লাহর আনুগত্য নেই তাই এখানে বিশৃংখলা*

আমাদের এ মানব সমাজে এজন্যই বিশৃংখলা লেগে আছে যে, আমরা আমাদের জীবনের সকল কর্মকান্ডে আল্লাহকে একমাত্র বিধানদাতা, আইনদাতা হিসেবে মেনে নিচ্ছি না। আমাদের আনুষ্ঠানিক ইবাদতে যদিও আমরা তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় মাবুদ হিসেবে স্বীকার করছি কিন্তু কর্মজীবনে তথা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি জীবনে অন্যকে তাঁর শরীক ও সমকক্ষ করছি। আর এ জন্যই মানব সমাজে বিশৃংখলা লেগে আছে। আল্লাহ হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই জানেন কোন বিধানে, কোন আইনে, কোন নিয়ম-নীতিতে আমাদের শান্তি ও কল্যাণ, অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের আইন, অন্যের বিধান, অন্যের নীতি মেনে নিচ্ছি। ফলে আল্লাহর কর্তৃত্ব এ যমীনে প্রতিষ্ঠিত নেই, আর এ কারণেই বিশৃংখলা লেগে আছে। শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

**সারাংশ**

- আল্লাহ তাঁর সত্তায়, গুণে ও কর্মে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি অতুলনীয় এ স্বীকৃতির পাশাপাশি জীবনের সকল কর্মকান্ডে একমাত্র তাঁর আনুগত্য করাই বাস্তব তাওহীদ।
- তাওহীদ ঈমানের মূল ভিত্তি। ইসলামের সকল কর্মকান্ড তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- একমাত্র আল্লাহই এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে তাই কোন বিশৃংখলা নেই।
- মানব সমাজে নিখুঁতভাতে তাঁর তাওহীদ মানা হচ্ছে না। তাই বিশৃংখলা লেগে আছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৪

### নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন**

১. মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে–
   ক. সৃষ্টিকর্তা  খ. পালনকর্তা
   গ. একক  ঘ. সম্মানিত

২. জীবনের সর্বস্তরে কার আনুগত্য করতে হবে?
   ক. রাষ্ট্রপ্রধানের  খ. পিতা-মাতার
   গ. আল্লাহর  ঘ. সবক'টিই ঠিক

৩. এ বিশ্বজগৎ কার নিয়ন্ত্রণে?
   ক. আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে  খ. মানুষের নিয়ন্ত্রণে
   গ. বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে  ঘ. প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে

### ২। সত্য হলে 'স'. মিথা হলে 'মি'. লিখুন

ক) চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র নিজে নিজেই আপন কক্ষপথে পরিচালিত।
খ) আমাদের সকল কর্মকান্ডে এক আল্লাহর আনুগত্য নেই, তাই এখানে বিশৃংখলা।
গ) ঈমান ও ইসলাম তাওহীদের মূল ভিত্তি।
ঘ.)এ বিশ্বজগতে একাধিক আল্লাহ থাকলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হত না।

### ৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

ক) তাওহীদ কাকে বলে? লিখুন
খ) তাওহীদের গুরুত্ব ও সুফল আলোচনা করুন।
গ) "আল্লাহই এ বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক ও স্রষ্টা" প্রমাণ করুন।
ঘ) আল্লাহর একত্বের প্রমাণ দিন।
ঙ) মানব সমাজে বিশৃংখলা কেন? আলোচনা করুন।

# পাঠ ৫ ঈমান اَلْإِيْمَانُ

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ঈমান ও মুমিন কাকে বলে, তা বর্ণনা করতে পারবেন
- ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ঈমানের বিষয়বস্তুগুলো বলতে ও লিখতে পারবেন
- মুমিনের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন
- নিজে একজন সত্যিকার মুমিন হওয়ার প্রেরণা লাভ করবেন।

## ১.৫.১ ঈমান ও মুমিন

ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহকে একমাত্র মাবুদ তথা আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) কে তাঁর নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করা। এর পাশাপাশি হযরত মুহাম্মদ (স:) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে যা কিছু প্রচার করেছেন তার সকল কিছুকে মৌখিকভাবে সত্য বলে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী কাজে পরিণত করার নাম ঈমান।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র মাবুদ এবং হযরত মুহাম্মদ (স:) কে তাঁর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করে, হযরত মুহাম্মদ (স:) আল্লাহর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার সবকিছুর প্রতি আন্তরিকভাবে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, মৌখিকভাবে স্বীকার করে এবং সে অনুযায়ী বাস্তব জীবন গড়ে তোলে তাকে মুমিন বা বিশ্বাসী বলে।

কেউ যদি হযরত মুহাম্মদ (স:) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তার কিছু কিছু বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কতক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল না, অথবা সব কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল মাত্র একটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল না ইসলামের পরিভাষায় তাকে মুমিন বলা যাবে না।

## ১.৫.২ ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্ক

ঈমান হল ইসলামের মূলভিত্তি। ঈমান গাছের মূল ও শিকড়ের মত। আর ইসলাম হল গাছের কান্ড, শাখা-প্রশাখা ও পত্র পল্লবের মত। ঈমান যত শক্তিশালী হবে ইসলামী কর্মকান্ডও সে অনুযায়ী উন্নত ও উত্তম হবে। যেমন মাটি থেকে গাছের মূল ও শিকড় যদি ভাল খাদ্য-রস গ্রহণ করে সে অনুযায়ী তার কান্ড, শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব সজীব ও সতেজ হয়। গাছ ভাল খাদ্য ও রস গ্রহণ না করতে পারলে তার পত্র পল্লব, কান্ড এবং শাখা-প্রশাখাও নির্জীব হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে ঈমান দুর্বল হলে ইসলামের সকল কাজও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাহলে বলা যায় ঈমানের সঙ্গে ইসলামের ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ঈমান ছাড়া ইসলামকে কল্পনা করা যায় না অনুরূপভাবে ইসলাম ছাড়া ঈমানের পরিচয় মিলে না। যেমনিভাবে গাছের মূল ছাড়া শাখা-প্রশাখা ও পত্র পল্লবের কল্পনা করা যায় না তেমনিভাবে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব ছাড়া গাছের মূলেরও কোন মূল্য থাকে না। ঈমান হল আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য আর ইসলাম হল বাহ্যিক আনুগত্য। একটি অন্যটির পরিপূরক।

*ঈমান হল মূল আর ইসলাম হল এর শাখা*

ঈমান মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসা সৃষ্টি করে। তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহ জন্ম দেয় এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে উৎসাহ যোগায়। অনৈসলামিক কাজের প্রতি ঘৃণা জন্মায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

## ১.৫.৩ ঈমানের বিষয়বস্তু

ঈমানের প্রধান সাতটি বিষয় রয়েছে, যা ঈমানে মুফাস্‌সালে উল্লেখ রয়েছে।

**ঈমানে মুফাস্‌সাল**

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ

**উচ্চারণ-** আমান্তু বিল্লাহি ওয়ামালাইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়ারুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদ্‌রি খাইরিহী ওয়াশাররিহী মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত।

**অর্থ-** আমি ঈমান আনলাম ১. আল্লাহর প্রতি, ২. ফেরেস্তাদের প্রতি ৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি ৫. আখিরাত বা পরকালের প্রতি ৬. তাকদীর বা ভাগ্যের ভাল মন্দ একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, এর প্রতি ৭. মৃত্যুর পর পুনরায় উত্থানের প্রতি।

## ১.৫.৪ এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাখ্যা

একজন মুসলিমকে অবশ্যই ঈমানের এ মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হল-

**১. এক আল্লাহর প্রতি ঈমান**

এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের মানে হল তাঁকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিক্‌দাতা, আইনদাতা, বিধানদাতা, প্রভু ও মালিক হিসেবে মেনে নেয়া। তিনিই ইবাদত ও আনুগত্যের মালিক অন্য কেউ নয়, এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

**২. মালাইকা বা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান**

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের মানে হচ্ছে- এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁরা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি, নূরের তৈরি। তারা সব সময় আল্লাহর আনুগত্য করেন, তিনি যা নির্দেশ দেন তা পালন করেন। এ বিশ্বজগতের যে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করেন। তাঁরা হলেন আল্লাহর দূত।

**৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান**

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের মানে হচ্ছে, মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের পথ প্রদর্শন ও কল্যাণের জন্য যে বাণী প্রেরণ করেছেন তা সবই সত্য বলে স্বীকার করা। এ কিতাবসমূহকে জীবন- বিধান হিসেবে মেনে নেয়া। এগুলোর মধ্যে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ, বৈধ-অবৈধ সব কিছুকে সঠিকভাবে পালন করা।

**৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান**

এর মানে হচ্ছে- এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শন করার জন্যে প্রেরিত। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান ও কিতাব তথা সংবিধান নিয়ে এসেছেন তা তাঁরা নিজেরা রচনা করেননি আল্লাহই তা রচনা করেছেন, এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁদের আনুগত্য করা, তাঁদের প্রচারিত দীন বা জীবনব্যবস্থা মানব জীবনে ও সমাজে বাস্তবায়িত হলে সত্যিকার কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে তা বিশ্বাস করা। তাঁদের প্রচারিত জীবনব্যবস্থাকে রক্ষা করা।

**৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান**

এর মানে হচ্ছে- এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, পৃথিবীর জীবনই শেষ নয়, আখিরাত বা পরকাল নামে আর একটি জীবন রয়েছে। সে পরকালীন জীবনে প্রত্যেককে এ পৃথিবীর ভাল মন্দ কাজের জবাবদিহি করতে হবে। ভাল কাজের জন্যে সেখানে পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি দেয়া হবে।

**৬. তাকদীর বা ভাগ্যের প্রতি ঈমান**

এর মানে হচ্ছে- এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহই তাকদীর বা ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকারী। তিনিই ভাগ্যের ভালমন্দ নির্ধারণ করেন। মানুষের কাজ হল চেষ্টা-সাধনা করা আর আল্লাহর উপর নির্ভর করা। চেষ্টায় সফল হলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং বিফল হলে ধৈর্যধারণ করা।

**৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান**

এর মানে হচ্ছে- এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মানুষকে আবার হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত করা হবে। সেখানে তাদের কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তাদের সকল কাজের বিচার হবে। বিচারে যারা কৃতকার্য হবে তাদেরকে জান্নাত দেয়া হবে এবং যারা অকৃতকার্য হবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

### ১.৫.৫ মুমিনের গুণাবলি

১. মুমিন সব সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরিপূর্ণ আনুগত্য করবে।
২. যা সে অন্তরে বিশ্বাস করবে এবং মুখে স্বীকার করবে সে অনুযায়ী কাজ করবে।
৩. সর্বদা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে।
৪. আল্লাহ ও রাসূল যা হালাল করেছেন তা হালাল হিসেবে মেনে নিবে এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম হিসেবে মেনে নেবে অত:পর তা কর্মে পরিণত করবে।
৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসবে।
৬. ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে উৎসাহ বোধ করবে।
৭. অনৈসলামিক কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে।
৮. কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে তার প্রতিবাদ করবে। অন্তরে ব্যথা পাবে।
৯. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না।

**সারাংশ**

- অন্তরে বিশ্বাস করা, মৌখিকভাবে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী কর্মে পরিণত করাই ঈমান।
- মুহাম্মদ (স:) আল্লাহর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। সুবিধামত এর কিছুটা মেনে নিলে আর কিছুটা অগ্রাহ্য করলে মুমিন হওয়া যায় না।
- ঈমান হল মূল বিষয় আর ইসলাম হল এর বহিঃপ্রকাশ।
- ঈমান ছাড়া ইসলামের যেমন কোন মূল্য নেই; অনুরূপ ইসলাম ছাড়া ঈমানের কোন পরিচয় নেই।
- ঈমান হলো আন্তরিকভাবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিগভীর বিশ্বাস, আর ইসলাম হল বাহ্যিক অনুগত্য।
- প্রত্যেক মুমিনকে সাতটি মূল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে, তা হল-
  ১. আল্লাহ ২. ফেরেশতা ৩. আসমানী কিতাব ৪. নবী-রাসূল ৫ আখিরাত ৬. ভাগ্যের ভাল-মন্দের মালিক আল্লাহ ও ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এর প্রতি।
- একজন মুমিন একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহকে ভয় করবে ও তাঁকে ভালবাসবে। যা সে অন্তরে বিশ্বাস করবে কর্মেও তা পরিণত করবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫

### নৈর্ব্যক্তিক-উত্তর প্রশ্ন

**১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

১. ঈমান শব্দের অর্থে ..... স্থাপন করা।
২. কেউ যদি মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছুটা বিশ্বাস করে আর কিছুটি অবিশ্বাস করে তাকে ..... বলা হয়।
৩. ঈমান হল ..... মূল ভিত্তি।
৪. ..... হল মূল আর ইসলাম হল এর শাখা।
৫. একজন মুমিন মুখে যা স্বীকার করবে এবং অন্তরে বিশ্বাস করবে সে অনুযায়ী ..... করবে।

**২। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓ ) চিহ্ন দিন-**

(ক) ঈমানের প্রধান বিষয়গুলো কয়টি?

১. পাঁচটি
২. দুইটি
৩. তিনটি
৪. সাতটি

(খ) ঈমানের প্রধান বিষয়গুলো কোথায় উল্লেখ করা হয়েছে?

১. ঈমানে মুজমালে
২. কালিমা শাহাদাতে
৩. ঈমানে মুফাস্‌সালে
৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবায়

**৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন**

১. ঈমান ও মুমিন কাকে বলে?
২. ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক বর্ণনা করুন
৩. ঈমানের প্রধান বিষয়গুলি কয়টি ও কী কী? লিখুন।
৪. তাকদীর বা ভাগ্যের প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝেন? লিখুন।
৫. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী লিখুন।
৬. কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝানো হয়েছে লিখুন।

**৪। অনুশীলনী (Exercise) :**

* ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ককে উদাহরণের সাহায্যে বুঝে লিখুন

# পাঠ ৬ শির্ক شِرْكٌ

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- শিরক কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- শিরক-এর উৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- শিরক-এর প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন
- শিরক-এর কুফল ও পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- জীবনে শিরক পরিহার করে খাঁটি তাওহীদবাদী হতে উৎসাহবোধ করবেন।

## ১.৬.১ শিরক ও মুশরিকের পরিচয়

শির্ক অর্থ শরীক করা, অংশীদার করা, কাউকে অন্যের কাজে অংশীদার মনে করা।

আপনি তাওহীদ-এর আলোচনায় জানতে পেরেছেন আল্লাহকে তাঁর সত্তায় ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করা। তাঁকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, পালনকর্তা ও আইনদাতা হিসেবে মেনে নেয়া। জীবনের সকল কর্মকান্ডে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা, তাঁরই ইবাদত করার নাম তাওহীদ।

আর এ তাওহীদের বিপরীতই হল শিরক। আল্লাহকে তাঁর সত্তায় ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার না করা। তাঁকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযকদাতা ও আইনদাতা হিসেবে মেনে না নেয়া। জীবনের কর্মকান্ডে তাঁর সঙ্গে অন্যের আনুগত্য ও ইবাদত করার নাম শির্ক।

তাহলে সহজে বলা যায়, একাধিক মাবুদ বা ইলাহে বিশ্বাস করা। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করা শিরক। একাধিক স্রষ্টা, রিযকদাতা, পালনকর্তা, আইনদাতা, মেনে নেয়ার নাম শিরক্, একাধিক বিশ্ব নিয়ন্তা ও কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা শিরক। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে সিজদা করা, অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা শিরক। কতিপয় কর্মে আল্লাহর আনুগত্য করা আর কতিপয় কর্মে অন্যের আনুগত্য করার নামও শিরক। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কারও ইবাদত করা, কাউকে সিজদা করার নাম শিরক।

আর যে ব্যক্তি এ শিরক করে তাকে মুশরিক বলে।

## ১.৬.২ শিরকের উৎপত্তি

মানব সমাজে শিরক বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-

**ক. অতিভক্তি ও অন্ধভক্তি**

আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্যে পাঠান। তাঁরা মানুষকে সুপথ দেখিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তাদের পর বিভিন্ন সময় মানুষকে ওয়ালী দরবেশগণ আল্লাহর ও তাঁর নবীদের আনুগত্য করার আহ্বান জানান। এভাবে অগণিত ওয়ালী-দরবেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু নবী-রাসূলদের উম্মতরা এবং ওয়ালী দরবেশদের অনুসারীরা তাঁদের অনুপস্থিতিতে অতিভক্তি ও অন্ধভক্তির মোহে তাঁদের কবর পূজা করে। তাঁদের কবরে গিয়ে সিজদা করতে শুরু করে। তাঁদের মূর্তি বানিয়ে ঐ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে পূজা ও শ্রদ্ধা জানাতে আরম্ভ করে। এমনকি পীর দরবেশদের জীবদ্দশায় তাদের পায়ে পড়ে সিজদায় নত হয়। তাদের কাছে সন্তান ও সম্পদ প্রার্থনা করতে থাকে। আর এভাবেই মানব জাতির মধ্যে শিরক বিস্তার লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ খ্রিস্টানগণ এক আল্লাহর সঙ্গে ঈসা (আ) ও তাঁর মা মরিয়ম (আ) এর পূজা করে। ঈসা (আ) কে আল্লাহর পুত্র ও মরিয়মকে তাঁর স্ত্রী ভেবে তাঁদেরকেও আল্লাহ হিসেবে মেনে নেয়। তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। অনুরূপভাবে অগণিত মুসলিম পীর-দরবেশদের মাজারে গিয়ে তাদের কবরে সিজদা করে। এ সবকিছুই শিরক হিসেবে গণ্য।

**খ. কোন বস্তুর শক্তি ও বড়ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন**

মানুষ অজ্ঞতার কারণে আগুনের দহন শক্তিকে মহাশক্তি মনে করেছে। চন্দ্র ও সূর্যকে অতীব শক্তিশালী ভেবেছে। বড় বড় গাছ ও পাহাড়-পর্বতকে বড় মনে করেছে। আর তাদের অনিষ্ট থেকে বাচার জন্যে, তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য মানুষ আগুন, চন্দ্র, সূর্য, তারকা, পাহাড়, পর্বত ও বড় বড় গাছ ইত্যাদিকে পূজা ও শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। আর এভাবেই শিরক বিস্তার লাভ করেছে বা করছে।

**গ. ভ্রান্ত চিন্তা**

কেউ কেউ এ চিন্তা করেছে যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল এ দুটি বিপরীত শক্তি। একই স্রষ্টার মাঝে এ উভয় বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। তাই তারা মঙ্গলের জন্য এক স্রষ্টাকে আর অমঙ্গলের জন্যে ভিন্ন স্রষ্টা বানিয়ে নিয়েছে। তারা বলে, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা যিনি, তিনি ধ্বংসকর্তা হতে পারেন না। যিনি সুখদাতা; তিনি কখনও দু:খ দিতে পারেন না। তাই তারা মঙ্গল ও অমঙ্গল, সৃষ্টি ও ধ্বংস, সুখ ও দু:খ প্রতিটি কাজের জন্য পৃথক পৃথক সত্তাকে উপাস্য ধারণা করে শিরকে লিপ্ত হয়েছে।

**ঘ. ভ্রান্ত মতবাদের আনুগত্য**

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তাই জানেন কোন মতাদর্শ অবলম্বন করলে, কোন নিয়মনীতি গ্রহণ করলে, কোন আইন মেনে চললে মানুষের কল্যাণ হবে। তাই তিনি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের জন্য জীবন বিধান, নিয়ম-নীতি, ও আইন-কানুন পাঠিয়েছেন, যা তাঁর প্রেরিত ঐশী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এবং নবী-রাসূলগণ বাস্তব কর্মের মাধ্যমে মানুষকে তা দেখিয়ে গিয়েছেন। মানুষের উপর এসব কিছুর পূর্ণ আনুগত্য করা আবশ্যক। কিন্তু পরবর্তীতে কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ আল্লাহর দেয়া এ মতাদর্শকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের জন্যে নতুন মতাদর্শ, নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন তৈরি করেছে।

## ১.৬.৩ শিরকের প্রকারভেদ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা শিরককে মূল চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যথা-

১. ইলাহের ক্ষেত্রে শিরক ২. ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক ৩. সৃষ্টি ও মঙ্গল দানের ক্ষেত্রে শিরক ৪. আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক

**১. ইলাহের ক্ষেত্রে শিরক**

একাধিক ইলাহ তথা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করা, যেমন আল্লাহর সঙ্গে ঈসা ও মারইয়ামকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা।

**২. ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক**

আল্লাহর সঙ্গে অন্য কারও ইবাদত বা সিজদা করা। অন্য কারও কাছে সন্তান, সম্পদ ও সুখ ইত্যাদি প্রার্থনা করা। যথা- পীরকে সিজদা করা, তার কবরে মাথা নত করা, তার কাছে সন্তান ও সুখ কামনা করা।

**৩. সৃষ্টি ও মঙ্গলের ক্ষেত্রে শিরক**

আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, অন্য কাউকে ধ্বংসকর্তা, আল্লাহকে মঙ্গল ও সুখদাতা; অন্য কাউকে অমঙ্গল ও কষ্টদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা, কোন সৃষ্ট বস্তুকে মঙ্গলকারী ভেবে তার পূজা করা, তার সামনে শ্রদ্ধায় অবনত হওয়া। যথা আগুন ও প্রদীপকে মঙ্গলকর্তা মনে করা।

**৪. আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক**

জীবনের সকল কর্মকান্ডে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যকে মেনে না নিয়ে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করা; আবার কোন ক্ষেত্রে মানুষের আনুগত্য করা, যেমন আল্লাহ যা হালাল বলেছেন তা মেনে নেয়া; কিন্তু আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে কোন ব্যক্তি, পরিষদ বা সংস্থা হালাল হিসেবে সাব্যস্ত করার পর তা হালাল হিসেবে মেনে নেয়া। যথা- সুদী লেনদেন, মদ্যপান ইত্যাদি।

## ১.৬.৪. শিরকের কুফল ও পরিণাম

শিরক জঘন্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন-

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৩)

শিরক একটি অমার্জনীয় অপরাধ। আল্লাহ অন্য যে কোন অপরাধকে চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু শিরকের অপরাধকে ক্ষমা করবেন না।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করার পাপ ক্ষমা করেন না, এটা ব্যতীত অন্য যে কোন পাপ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন।" (সূরা নিসা-আয়াত : ৪৮)

তাই শিরককারীদের জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

"মুশরিকরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। আর তারা হল নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।"

(সূরা বাইয়েনাহ-আয়াত-৬)

| সারাংশ |
|---|
| - একাধিক মাবুদ বা ইলাহকে বিশ্বাস করার নাম শিরক। |
| - জীবনের যে কোন বিভাগে কাউকে আল্লাহর অংশীদার মনে করা শিরক। |
| - কাউকে অতিভক্তি ও অন্ধভক্তি, কাউকে আল্লাহর সমতুল্য বড় ও শক্তিশালী মনে করা শিরক। |
| - মঙ্গল-অমঙ্গল ও সুখ-দু:খের ক্ষেত্রে ভুল ধারণা এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে ত্রুটির কারণে শিরক বিস্তার লাভ করে। |
| - শিরক জঘন্য ও অমার্জনীয় অপরাধ। |
| - এর পরিণাম হল আখেরাতের কঠিন শাস্তি। |

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৬

**নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন**

**১। এক কথায় উত্তর দিন**

(ক) জীবনের কর্মকান্ডে আল্লাহর সঙ্গে অন্যের আনুগত্য ও ইবাদত করার নাম কি?

(খ) যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে কি বলে?

(গ) শিরক কিসের বিপরীত?

(ঘ) মানুষ অজ্ঞতার কারণে আগুনের দহন শক্তিকে কি মনে করেছে?

**২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার মনে করে সে কাফির।

২. শিরক হল ঈমান ও ইসলামের বিপরীত।
৩. কারও প্রতি অতিভক্তি ও অন্ধভক্তি মানুষকে শিরকে লিপ্ত করে।
৪. শিরক মার্জনীয় অপরাধ।
৫. জাহান্নাম মুশরিকদের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

### ৩। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শিরক ও মুশরিকের পরিচয় লিখুন।
২. শিরকের সংজ্ঞা লিখুন ও শিরকের উৎপত্তির কারণ কী কী? লিখুন।
৪. শিরকের কুফল ও পরিণাম সম্পর্কে লিখুন।

### ৪। অনুশীলনী (Exercise) :

* তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তা একটি ছকে বর্ণনা করুন:

| তাওহীদ | শিরক |
|---|---|
| ১<br>২<br>৩<br>৪<br>৫<br>৬<br>৭<br>৮<br>৯<br>১০ | |

# কুফর كُفْرٌ

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- কুফর ও কাফিরের পরিচয় লিখতে পারবেন।
- কী কী কারণে একজন লোক কাফির হিসেবে বিবেচিত হয়, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুফরী কাজ কী কী? তা লিখতে পারবেন।
- কুফরের কুফল ও পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কুফরী মতবাদকে পরিহার করতে অনুপ্রাণিত হতে পারবেন।

## ১.৭.১ কুফর ও কাফির

কুফর আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ-ঢেকে রাখা, গোপন করা, অস্বীকার করা, ইসলামী পরিভাষায় কুফর হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করা, হযরত মুহাম্মদ (স:) আল্লাহর কাছ থেকে যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন, যে আইন ও নিয়মনীতি তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের জন্য দিয়েছেন, তিনি পরকাল সম্পর্কে যা মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন এর সম্পূর্ণকে বা একাধিক বিষয়কে অস্বীকার, তুচ্ছ, ঘৃণা বা ত্রুটিপূর্ণ মনে করাকে কুফর বলে।

আর যে ব্যক্তি উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে অথবা এক বা একাধিককে অস্বীকার করে, বা কোন বিষয়কে তুচ্ছ, ঘৃণা বা ত্রুটিপূর্ণ মনে করে তাকে কাফির বলে।

এছাড়া আল্লাহ যা হালাল বা বৈধ করেছেন তা হারাম ও অবৈধ মনে করা অথবা যা হারাম বা অবৈধ করেছেন তা হালাল বা বৈধ মনে করাও কুফরী। যেমন হারাম সূদ ও ব্যভিচারকে হালাল মনে করা কুফর। আর যে এরকমভাবে আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করে সেও কাফির।

## ১.৭.২ কুফর একটি মিথ্যা ও ভ্রান্ত মতবাদ

এ বিশ্ব জগৎ এমনিতেই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে বলে মনে করা। এর সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা অথবা সৃষ্টিকর্তা নেই বলে দাবি করা একটি কুফরী মতবাদ; যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। কারণ আপনি জানেন, আপনার থাকার ঘর-বাড়ি, বসার চেয়ার-টেবিল, চাষাবাদের যন্ত্রপাতি যেমন কাস্তে-লাঙ্গল, এমনকি আপনার ব্যবহারে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র একটি বস্তুও নিজে নিজে হয়ে যায়নি। প্রত্যেকটি বস্তুর কোন না কোন প্রস্তুতকারক আছে। তাহলে এ বিশাল বিশ্ব জগত আকাশ ও পৃথিবী, চন্দ্র - সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, সাগর - নদী-নালা এমনকি নিজে নিজেই হয়ে গিয়েছে? একথাটি কি বিশ্বাস করা যায়? না কোন ভাবেই না। এ বিশ্ব জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা এ কথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। আর তিনি হলেন আল্লাহ। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অস্বীকার করা একটি অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত মতবাদ।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনিই ভাল করে জানেন আমাদের জন্য কোন বিধান, কোন আইন-কানুন এবং কোন নিয়ম নীতি উপযোগী। কোন মতাদর্শ অবলম্বন করলে আমাদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি আসবে তা তিনিই ভাল করে জানেন, কোনটি আমাদের জন্য হালাল ও কল্যাণকর এবং কোনটি আমাদের জন্য হারাম ও অকল্যাণকর তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই ভালভাবে বুঝেন। নবী-রাসূলগণের কাছে ঐশীবাণী প্রেরণ করে এর নির্দেশানাও তিনি দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেয়া নিয়মকানুন ও বিধি বিধান অস্বীকার করা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে মানব রচিত নিয়ম দ্বারা মানব জীবনকে পরিচালনা করা একটি কুফরী মতাদর্শ যা মিথ্যা, ভ্রান্ত ও ভারসাম্যহীন মতাদর্শ। এতে মানুষের কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

### ১.৭.৩ কী কী করলে একজন লোক কাফির হিসেবে বিবেচিত হয়

আমরা জেনেছি মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের জীবনের সকল বিভাগ ও দিকের জন্য বিধিবিধান, নিয়মনীতি, আইন-কানুন ও নির্দেশনা দিয়েছেন। একজন মুমিনকে অবশ্যই এসব কিছু মেনে চলতে হবে। সত্য বলে মৌখিকভাবে স্বীকার করতে হবে, অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। অতএব একজন ব্যক্তি যদি ইসলামী জীবন বিধানের একটি বিধানও অস্বীকার করে তবুও সে কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে।

### ১.৭.৪ যে সব কাজে কুফর প্রমাণিত হয়–

১. আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী বিধানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা।

২. ইসলামী বিধানকে আংশিক অস্বীকার করা।

৩. ইসলামী বিধি-বিধানকে তুচ্ছ ও হেয় মনে করা।

৪. আল্লাহর আইনের চেয়ে মানুষের তৈরি আইনকে শ্রেষ্ঠ মনে করা।

৫. আল্লাহর আইনকে সেকেলে ও আধুনিক যুগের অনুপযোগী মনে করা।

৬. আল্লাহর আইনকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা।

৭. আল্লাহর আইনকে সংশোধনযোগ্য মনে করা।

৯. আল্লাহর আইনকে উৎখাত করার কাজে জড়িত হওয়া।

১০. আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম মনে করা এবং যা হারাম করেছেন তা হালাল মনে করা।

১১. কুরআনকে মানব রচিত মনে করা।

১২. কুরআন নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা।

১৩. হযরত মুহাম্মদ (স:) কে আল্লাহর প্রেরিত রসূল মনে না করা।

১৪. মুশরিকদের কোন শিরক কাজ এবং কাফিরদের কোন কুফরী কাজকে ভাল মনে করা। তাদের ধর্মীয় উৎসবে গিয়ে এসবকে বাহ বাহ প্রদান করা।

১৫. ইচ্ছা করে কুফরীর কোন চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করা।

১৬. অমুসলিমদের ধর্মীয় কাজে লিপ্ত হওয়া।

### ১.৭.৫ কুফরের পরিণাম

কুফর মানেই সত্যকে গোপন করা। সরল সহজ পথ ও মতকে অস্বীকার করা। কুফরির ফলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সব সময় বাঁকা পথ ধরে চালিত হয়। তার নীতিবোধ, তার সমাজব্যবস্থা, তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, তার জীবিকা অর্জন পদ্ধতি, এক কথায় তার জীবনের সকল কর্মকান্ড উল্টো পথে চালিত হয়। কুফর একটি জঘন্য অপরাধ ও চরম অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা। আমরা তাঁর রাজত্বে বসবাস করছি। এমতাবস্থায় তাঁর আনুগত্য না করে তাঁকে অস্বীকার করা এবং তাঁর বিরোধিতা করা চরম নেমকহারামী। এ অপরাধের জন্যে আল্লাহ পরকালে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। জাহান্নামের আগুনে তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

"যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াত তথা বিধানসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।" (সূরা মায়িদা : আয়াত-১০)

| সারাংশ |
|---|
| - কুফর হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করা, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ অস্বীকার করা। |
| - আল্লাহর বিধিবিধান ভারসাম্যপূর্ণ ও মানুষের উপযোগী। |
| - কুফর একটি ভ্রান্ত ও অবান্তর মতবাদ। এটা একটি অযৌক্তিক ও ভারসাম্যহীন মতবাদ। মানুষের অনুপযোগী মতবাদ। |
| - যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ও আইনের সম্পূর্ণ বা কিয়দংশকে অস্বীকার করে সে কাফির। |
| - কুফরের পরিণাম ভয়াবহ। কাফিরদের জন্য রয়েছে ইহকালীন অকল্যাণ ও পরকালীন শাস্তি। |

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৭

### নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপ্রশ্ন

**১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন**

(ক) কুফর শব্দের শাব্দিক অর্থ-

১. ঢেকে রাখা
২. গোপন করা
৩. অস্বীকার করা
৪. সব উত্তরই সঠিক

(খ) কাফির কাকে বলে?

১. আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করাকে
২. আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করাকে
৩. কোন কিছু গোপনকারীকে
৪. কোনটিই ঠিক নয়।

(গ) ইসলামী বিধানকে আংশিক অস্বীকার করা-

১. কুফরী কাজ
২. মুনাফিকী কাজ
৩. দুর্বল ঈমানের কাজ
৪. ত্রুটিপূর্ণ কাজ

**২। শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. কুফর হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ..... করা।
২. আল্লাহ যা হালাল ও বৈধ করেছেন তা হারাম বা অবৈধ মনে করা ..... কাজ।
৩. আল্লাহই ..... আমাদের জন্য কোন নিয়মনীতি উপযোগী।
৪. মুশরিকদের কোন শিরক কর্মকে এবং কাফিরদের কোন কুফরী কর্মকে ভাল মনে করা .....।

## ৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১. কুফর ও কাফিরদের পরিচয় প্রদান করুন।

২. "কুফর একটি মিথ্যা ও ভ্রান্ত মতবাদ"-প্রমাণ করুন।

৩. কী কী কাজ করলে একজন লোক কাফির হিসেবে বিবেচিত হয়?

৪. এ পাঠে উল্লিখিত দশটি কুফরী কাজের কথা লিখুন।

৫. কুফরের পরিণাম কী? বর্ণনা করুন।

## ৪. অনুশীলনী (Exercise) :

* উদাহরণের সাহায্যে আল্লাহর আইনের যৌক্তিতা, মানব রচিত আইনের অযৌক্তিতা প্রমাণ করুন। আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী মতবাদ ও কুফরি মতবাদের মধ্যে পার্থক্যের একটি তালিকা তৈরি করুন।

# পাঠ ৮ নিফাক نِفَاقٌ

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- নিফাক ও মুনাফিকের পরিচয় বলতে পারবেন
- মুনাফিকদের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন
- মুনাফিকের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন
- মুনাফিকের পরিণাম বলতে পারবেন
- মুনাফিকী কাজ থেকে বিরত থেকে খাঁটি মুমিনের জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হবেন।

## ১.৮.১ নিফাক ও মুনাফিকের পরিচয়

নিফাক শব্দের অর্থ অন্তরে যা গোপন আছে তার উল্টোটি মুখে প্রকাশ করা, দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা, কপটতা।

ইসলামের পরিভাষায় প্রকাশ্যে ইসলামের আনুগত্য এবং মুখে ঈমানের স্বীকৃতি প্রদান আর অন্তরে ঈমানকে অস্বীকার করা এবং তার বিরোধিতা করাকে নিফাক বলে।

যারা এ আচরণ করে তথা মুখে ইসলাম ও ঈমানের দাবি করে এবং অন্তরে এর বিরোধিতা ও একে অস্বীকার করে তারা হল মুনাফিক।

## ১.৮.২ মুনাফিকদের চরিত্র

কাফিরদের চেয়েও মুনাফিকরা জঘন্যতম নিকৃষ্ট।

১. তারা মুখে ইসলামের কথা বলে এবং অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করে।

২. তারা প্রকাশ্যে মুসলমান ও ইসলামের বন্ধু সাজে কিন্তু অন্তরে ভীষণ শত্রুতা পোষণ করে।

৩. তারা বৈষয়িক সুবিধা লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী সাজে কিন্তু সুবিধা লাভের পর ইসলামের শত্রুতা আরম্ভ করে, তারা হল দুমুখো সাপ।

৪. তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। স্বার্থ অর্জনের জন্য তারা যে কোন ধরনের মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।" (সূরা মুনাফিকুন : আয়াত-১)

৬. এরা ইসলামের শত্রুদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। মুসলমানদের দুর্বলতা ও গোপনীয়তা শত্রুদের কাছে গোপনে পাচার করে।

৭. তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে মুসলমানদের সামাজিক ঐক্যে ফাটল ধরায়।

৮. তারা সমাজে বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

৯. তারা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একবার মুসলমানদের দলে আবার কাফিরদের দলে যোগদান করে।

মহান আল্লাহ বলেন-

لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ

"না এদের দিকে, না তাদের দিকে।" (সূরা নিসা : ১৪৩)

## ১.৮.৩ মুনাফিকরা ইসলামের প্রধান শত্রু

ইসলামের ক্ষতি করার ব্যাপারে তারা কাফিরদের চেয়েও ভয়ানক। মদীনায় এ মুনাফিকরা মুসলমানদের চরম ক্ষতি করেছিল। এদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই। মুনাফিকদের ক্ষতি ও শত্রুতা থেকে সাবধান থাকার জন্যে মহান আল্লাহ এদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় তুলে ধরেছেন। সূরা বাকারার প্রথম দিকে কাফিরদের পরিচয়ে

দুইটি আয়াত এবং মুনাফিকদের পরিচয় ৮নং-২০ নং পর্যন্ত মোট ১৩টি আয়াতে এবং ''আল-মুনাফিকুন'' সূরায় তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

রাসূল্লাহ (স:) মুনাফিকদের আলামত সম্পর্কে বলেন–

أَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَاحَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থাৎ : মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে এবং যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং যখন আমানত রাখা হয় তখন খেয়ানত করে।

### ১.৮.৪ মুনাফিকদের চিহ্ন তিনটি–

১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে,
২. যখন যে অঙ্গীকার করে তখন সে তা ভঙ্গ করে,
৩. তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে। অন্য এক হাদীসে আরও একটি চিহ্নের কথা বলা হয়েছে তা হল-
৪. সে যখন অন্যের সঙ্গে তর্ক ও ঝগড়া করে, তখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।

কুরআনে মুনাফিকদের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হল–

১. তারা অন্যের সঙ্গে প্রতারণা করে,
২. তারা সব সময় সন্দেহ রোগে আক্রান্ত,
৩. তারা সমাজে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে,
৪. তারা অহংকার করে,
৫. তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করে, কিন্তু বাস্তবে তারা অজ্ঞ, মূর্খ ও নির্বোধ,
৬. তারা দ্বিমুখী স্বভাবের সাহায্যে মুসলমানদের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে,
৭. তারা সব সময় তাদের গোপন কর্ম ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীতু থাকে,
৮. তারা মিথ্যুক, ইসলামকে তারা ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে,
৯. তারা নামায পালনের ক্ষেত্রে অলস,
১০. বাহ্যিক লেবাসে তারা মুসলিমের দাবিদার।

**মুনাফিক দুই প্রকার-**

১. ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুনাফিক
২. আমল ও কর্মের ক্ষেত্রে মুনাফিক

যারা মৌখিকভাবে ঈমানের দাবিদার, কিন্তু অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ঘৃণা করে, ইসলামী মতাদর্শকে অস্বীকার করে, ইসলামের বিরোধিতা করে তারা হল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুনাফিক।

যারা মৌখিকভাবে বাহ্যিক মুসলমান হওয়ার দাবি করে এবং আন্তরিকভাবেও আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামী মতাদর্শকে বিশ্বাস ও পছন্দ করে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে ত্রুটি প্রদর্শন করে তারা হল আমল বা কর্মের ক্ষেত্রে মুনাফিক।

### ১.৮.৫ মুনাফিকদের শাস্তি ও পরিণাম

ঈমানের ক্ষেত্রে মুনাফিকী এত জঘন্য ও ভয়ানক যে, তাদের জন্য কেউ যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন-

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

অর্থ- "তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর নাই করেন উভয় তাদের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।" (সূরা মুনাফিকুন-আয়াত-৬)

আখিরাতে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে-;

মহান আল্লাহ তাদের শাস্তি সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলেছেন–

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থ - "নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিকৃষ্টতম স্তরে অবস্থান করবে।" (সূরা নিসা : আয়াত- ১৪৫)

| সারাংশ |
|---|
| - যারা মুখে ইসলাম ও ঈমানের দাবি করে, কিন্তু অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ ও রাসূলকে বিশ্বাস করে না তারা হল মুনাফিক। |
| - মুনাফিকরা কপট, মিথ্যুক, প্রতারক ও দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারী। |
| - মুনাফিক দুই প্রকার- বিশ্বাসে মুনাফিক ও আমলে মুনাফিক। |
| - মুনাফিকের জন্য কেউ যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তা কখনও গ্রহণ করবেন না। |
| - তাদের স্থান জাহান্নামের নিম্নস্তরে। |

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৮

### নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

**১। এক কথায় উত্তর দিন**

ক. মুখে ঈমানের স্বীকৃতি অন্তরে ঈমানকে অস্বীকার করাকে কী বলে?
খ. যে মুখে ঈমানের দাবি করে এবং অন্তরে তা অস্বীকার করে তাকে কী বলে?
গ. মুখে ইসলামের ভালবাসার কথা বলে এবং অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তারা কারা?
ঘ. ইসলামের প্রধান শত্রু কারা?
ঙ. মুনাফিকদের নেতার নাম কী?

**২। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

ক. মুনাফিকরা সব সময় কাফিরদের দলে থাকে।
খ. মুনাফিকদের দ্বারা সমাজের ক্ষতিও হয় লাভও হয়।
গ. মুনাফিক তিন প্রকার।
ঘ. মুফনাফিকদের জন্য কেউ ক্ষমা চাইলে তা আল্লাহ গ্রহণ করবেন।

**৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন**

ক. নিফাক ও মুনাফিকের পরিচয় ও সংজ্ঞা দিন।
খ. মুনাফিকের দশটি বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন।
গ. মুনাফিকদের চিহ্ন কয়টি ও কী কী?
ঘ. কুরআনের বর্ণনার আলোকে মুনাফিকদের বেশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
ঙ. মুনাফিক কত প্রকার, প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় দিন।
চ. মুনাফিকদের পরিণাম কী হবে? বর্ণনা করুন।

# চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১

## বিশদ উত্তর মূলক প্রশ্ন

১. ইসলাম কাকে বলে? ইসলামের মূলভিত্তি কী কী? ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ১.১.১১.১৩)

২. 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা'-ব্যাখ্যা করুন। (উত্তর সংকেত ১.২, ১.১)

৩. ইসলামী শিক্ষার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য লিখুন। (উত্তর সংকেত- ১.৩.১ - ১.৩.২)

৪. ইসলামী শিক্ষা কাকে বলে? ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৪)

৫. তাওহীদ-এর পরিচয় দিন, তাওহীদের গুরুত্ব ও সুফল বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ১.৪.১ - ১.৪.২)

৬. মহান আল্লাহর পরিচয় দিন এবং আল্লাহর একত্বের প্রমাণ দিন। (উত্তর সংকেত ১.৪.৩, ১.৪.৪, ১.৪.৫)

৭. ঈমান কী? মুমিন কাকে বলে? ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন। (উত্তর সংকেত ১.৫.১ - ১.৫.২)

৮. ঈমান কী? ঈমানের বিষয়বস্তু লিখুন। (উত্তর সংকেত ১.৫.৩ - ১.৫.৫)

৯. মুমিন কাকে বলে? মুমিনের গুণাবলী লিখুন। (উত্তর সংকেত ১.৫.১, ১.৫.৫)

১০. শিরক কি? মুশরিকের পরিচয় দিন। শিরকের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

১১. শিরেকের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? শিরকের প্রকারভেদ ও পরিণাম লিখুন। (উত্তর সংকেত ১.৬.২, ১.৬.৩, ১.৬.৪)

১২. কুফর ও কাফিরের পরিচয় দিন। যে সব কাজে কুফর প্রমাণিত হয় তা লিখুন। (উত্তর সংকেত ১.৭.১, ১.৭.৪)

১৩. "কুফর একটি মিথ্যা ও ভ্রান্ত মতবাদ"-প্রমাণ করুন এবং কুফরের পরিণাম ব্যাখ্যা করুন। (উত্তর সংকেত ১.৭.২, ১.৭.৫)

১৪. নিফাক কী? মুনাফিকের পরিচয় ও চরিত্র তুলে ধরুন। মুনাফিকের শাস্তি ও পরিণাম কি? বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ১.৮.১, ১.৮.২, ১.৮.১, ১.৮.৫)